৫ম পাঠ

একটি রাজ্যের অন্বেষণ

"তোমার রাজ্য আসুক"
মথি ৬ ঃ ১০ পদ।

বেশীর ভাগ লোকের জীবনেরই একটা পরিকল্পনা থাকে। কেউ ডাক্তার হতে চায়, কেউবা উকিল হতে চায়। তারা ধনী এবং সুপরিচিত লোক হতে চায়। তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছালে পর তাদের জীবন কেমন হবে সে বিষয়ে তারা মনে মনে একটা ছবি এঁকে নেয়। তারা নিজেদের অন্তরে একটা রাজ্য তৈরী করে।

কতক লোক আছে যাদের নিজেদের কোন পরিকল্পনা নেই। তারা কোন একজন শক্তলোককে বেছে নিয়ে তার কাজে আরও তাকে সাহায্য করে। অন্য কারো পরিকল্পনায় অংশ নিতে পেরেই এঁরা সুখী। একজন খ্রীষ্টিয়ানের কাজও ঠিক এই রকম। সে নিজের জন্য কোন রাজ্য গড়ে না। কোন বড় কাজ করে বিখ্যাত হওয়ার চেষ্টাও তার নাই বরং সে ঈশ্বরের গৌরব চায়, সে চায় ঈশ্বরের রাজ্য আসুক। তার প্রার্থনা সর্বদা, "তোমার রাজ্য আসুক।" তার একমাত্র ইচ্ছা ঈশ্বরের রাজ্যে আসার কাজে অংশ নেওয়া। সে এজন্য কেবল প্রার্থনাই করেনা, কিন্তু যীশুর সেই মহান আদেশ পূর্ণ করবার জন্য কাজও করে।

বিশ্বাসীকে সব সময় এই প্রার্থনা করতে হবে, "প্রভু আমি যেন আমার রাজ্য নয় কিন্তু তোমারই রাজ্য গড়ে তুলি।" অনেক বিশ্বাসী আছে যারা খুবই ব্যস্ত। তারা আসলে ঈশ্বরের রাজ্য নয়, নিজেদের রাজ্য গড়ে তুলবার কাজেই ব্যস্ত।

পাঠের খসড়া

ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকৃতি
- ঈশ্বরের রাজ্যের স্থান
- ঈশ্বরের রাজ্যের সময়

ঈশ্বরের রাজ্যের বিস্তার
- মহান আদেশ
- পূর্ণতা লাভ

ঈশ্বরের রাজ্যের মহিমা
- খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সভায়
- খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের উপাসনায়

পাঠের লক্ষ্য

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

* ঈশ্বরের রাজ্যের অদৃশ্য বা আত্মিক দিক ও তার দৃশ্য বা বাহ্যিক দিকের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবেন।
* মথি ২৮ঃ ১৯-২০ পদে খ্রীষ্ট যে আদেশ দিয়েছেন, সেই আদেশ পালনে আপনার কাজ কি তা বুঝতে ও করতে পারবেন।

* খ্রীষ্টের দেহের মধ্যে যে স্থানীয় মণ্ডলীগুলি আছে সেগুলির উপাসনা কেন একমাত্র খ্রীষ্টকে কেন্দ্র করে হবে তা বুঝতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ

১) পাঠের বিস্তারিত বিবরণের এক একটি অংশ পড়ুন। পাঠের মধ্যে যে সব প্রশ্ন আছে সেগুলি এবং পাঠ শেষ করে পরীক্ষার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

২) নাম উল্লেখ করে পাঁচ জন মিশনারীর জন্য প্রার্থনা করুন এবং তাদের মধ্যে কোন এক জনকে একটি চিঠি লিখে কিছু উৎসাহ দিন।

৩) প্রকাশিত বাক্য ১ঃ ১২-১৮ পদে "চির-জীবন্ত" ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। এই "চির-জীবন্ত" ব্যক্তির বর্ণনা লিখুন।

৪) প্রথম চারটি পাঠে আপনি যে সব নতুন শব্দ শিখেছেন সেগুলি আবার দেখুন।

... ...

মূল শব্দাবলী

বাহ্যিক, বিদ্রোহ, বিস্তার, ভিসা, বাহ্য, বাতিদান, উচ্ছ্বসিত সুউচ্চ গলায়,

... ...

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ—

ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকৃতি

লক্ষ্য—১ঃ ঈশ্বরের রাজ্য এখন কি রকম, আর পরেই বা কিরকম হবে তা ব্যাখা করতে পারা। ঈশ্বরের রাজ্যের মত আর কোন রাজ্য নেই। ঈশ্বরের মত আর কোন রাজাও নেই।

ঈশ্বরের রাজ্য এখনিই আছে, তবুও আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করি। এখন আমরা ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পাই না, কিন্তু শীঘ্রই আমরা ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পাব। ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের অন্তরে, কিন্তু তবুও তার মহিমা আমাদের জীবনে বা আমাদের চারিদিকে দেখি।

১) প্রতিটি **সত্য** উক্তি চিহ্নিত করুন।

ক) ঈশ্বরের রাজ্য এখন আছে।
খ) আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করি।
গ) ঈশ্বরের রাজ্য বিশ্বাসীর অন্তরে।
ঘ) ঈশ্বরের রাজ্য আমরা দেখতে পাব।

যে সকল বিষয়ের জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হবে, ঈশ্বরের রাজ্য সেগুলির মধ্যে অন্যতম। ঈশ্বরের রাজ্য এবং ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা দু-ই সমান। কেনই বা হবেনা? ঈশ্বরের রাজ্যই ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা। তাই, যে ঈশ্বরের রাজ্য পেতে চায়, সে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা চায়,। যে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা চায়, সে ঈশ্বরকেই চায়। আপনি ঈশ্বরকে তাঁর ধার্ম্মিকতা থেকে আলাদা করতে পারেন না। তাই, তোমার নাম, তোমার রাজ্য, তোমার ধার্ম্মিকতা-এগুলিকে আলাদা করা যায় না। আপনি এদের কোন একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি পেতে পারেন না। যে লোক এগুলিকে অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশী করে চায়, সে ঠিকভাবেই প্রার্থনা করে।

২) ঈশ্বরের নাম এবং ঈরশ্বরে রাজ্য আলাদা করা যায় না কেন, ব্যাখ্যা করুন।.. ... ...

... ...

ঈশ্বরের রাজ্যের স্থান

ঈশ্বরের রাজ্য কোথায়? স্বর্গে? হ্যাঁ, স্বর্গে। পৃথিবীতে? হ্যাঁ, পৃথিবীতেও ঈশ্বরের রাজ্য হবে। মানুষের অন্তরে? অবশ্যই, তবে যারা খ্রীষ্টকে গ্রহন করে কেবল তাদেরই অন্তরে।

একি করে হয়? বেশ তাহলে বলি,-কোন একজন লোক যদি একটা রাজ্যর ভাল নাগরিক হতে চায়, তবে প্রথমে সেই রাজ্যটি তার অন্তরে থাকতে হবে। এমন অনেক নেতা আছে যারা জোর পূর্বক তাদের রাজ্য শাসন করে। নাগরিকরা তাদের ভয় করে বলে তাদের বাধ্য হয়। কিন্তু এই রকম নেতারা তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারেনা। কারণ তাদের রাজ্য লোকদের অন্তরে নয়। একবার সুযোগ পেলেই নাগরিকরা বিদ্রোহ করবে। তারা পুরানো নেতাকে সরিয়ে তার বদলে এমন একজনকে বেছে নেবে যাকে তারা ভাল-বাসে ও বিশ্বাস করে।

সারা পৃথিবীতেই এমন ঘটনা অনেক ঘটছে। অনেক খারাপ নেতা তার লোকদের বাহ্যিক সমাদর ও প্রশংসা পাচ্ছেন। তারা যাতে রেগে না যান এই জন্য তাদের সন্তুষ্ট করবার জন্যই লোকেরা এ রকম করে থাকে। মুখে প্রশংসা করলেও তারা অন্তরে তাদের ঘৃনা করে। তাদের অন্তরে এদের জন্য কোনই স্থান নাই।

৩) একটা সত্যিকার রাজ্য অবশ্যই মানুষের অন্তরে থাকতে হবে। কারণ—

ক) রাজ্যটি যদি লোকদের অন্তরে না থাকে তবে তা টিকে থাকতে পারেনা।

খ) বাধ্যতা কেবল অন্তর থেকেই আসতে পারে।

গ) রাজ্য শক্তিশালী করতে হলে নাগরিকদের অবশ্যই রাজাকে ভয় করতে হবে।

এই জন্যই আমরা বলি যে, কোন লোক যদি একটা রাজ্যের ভাল নাগরিক হতে চায়, তবে প্রথমেই সেই রাজ্যটি তার অন্তরে শক্ত ও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আর এই কারণেই ঈশ্বরের রাজ্য চিরস্থায়ী। তাই আমরা বলতে পারি ঈশ্বরের রাজ্যের স্থান হোল মানুষের অন্তর।

ঈশ্বরের রাজ্য কেবল মাত্র বিশ্বাসীদের অন্তরই নয়। এমন এক দিন আসবে যখন খ্রীষ্ট একটি "দৃশ্য" বা জাগতিক ও আক্ষরীক রাজ্যের উপরও রাজত্ব করবেন। সেই রাজ্য হবে সমস্ত পৃথিবীর ও তার মধ্যবর্তী সমস্ত লোকদের নিয়ে।

বিশ্বাসীর কাছে এই জাগতিক রাজ্যটির নূতনত্ব হবে এই যে, এটি আগে তার কাছে "অদৃশ্য" ছিল কিন্তু এখন সেটি "দৃশ্য," কিন্তু রাজ্যের গুণগুলি একই রকম থাকবে। পবিত্র আত্মার দেওয়া ধার্ম্মিকতা, শান্তি, এবং আনন্দ একই রকম থাকবে। এগুলি বিশ্বাসীর কাছে নতুন বিষয় হবে না। কারণ তার আত্মিক জন্মের দিন থেকেই সে ঈশ্বরের রাজ্যের একজন নাগরিক।

৪) ঈশ্বরের রাজ্য হোল পবিত্র আত্মার দেওয়া……,……এবং…।

এই দৃশ্য রাজ্যটি যেদিন আসবে সেদিনটি কত সুন্দর হবে! ঈশ্বরের রাজ্যের আসল রূপ যারা জানে, সেদিন তাদের কি আনন্দ-ই না হবে। তারা পবিত্র আত্মার দেওয়া ধার্মিকতা, শান্তি ও আনন্দ পূর্ণ জীবন এর অর্থ জানে, আর সেইরূপ জীবন যাপনই করেছে।

হ্যাঁ, সেদিন অনেকেই আনন্দ করবে। কিন্তু যারা ত্রাণকর্তাকে জানে না তাদের অবস্থা কি হবে? যে জাতিগুলি যীশুর কথা কখনও শোনেনি তাদের অবস্থা কি হবে? প্রভু যীশু উদ্ধার করেন বা পরিত্রান করেন, একথা যদি আমরা তাদের কাছে না বলি তবে তারা ঈশ্বরের রাজ্যের আনন্দ ভোগ করতে পারবেনা।

এই জন্য আমাদের খুবই ব্যস্ত থাকা উচিৎ! আমাদের আরও বেশী প্রার্থনা করা উচিৎ যেন এই আশ্চর্য্য রাজ্যর কথা, যা মানুষের অন্তরে শুরু হয় তা সমস্ত পৃথিবীর লোকেরা জানতে পারে; যে পর্যন্ত এই কাজ আমরা শেষ করতে না পারি সেই পর্য্যন্ত আমাদের আরও প্রাণপণ করা উচিৎ কারণ একদিন তারা সেই রাজ্য বাস্তবে দেখতে পাবে, যখন যীশু আবার ফিরে আসবেন এই জগতে।

এর মানে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে যেন, সকল স্থানের সকল লোক খ্রীষ্টকে গ্রহন করে। আমাদের প্রার্থনা করতে হবে যেন ঈশ্বরের রাজ্য সমস্ত পৃথিবীর সকল মানুষের হৃদয়ে বিস্তার লাভ করে। খ্রীষ্টের সুখবর বলবার জন্য ঈশ্বর আমাদের যেখানেই যেতে বলবেন আমরা সেখানে যেতে প্রস্তুত থাকবো। পাপীদের উদ্ধারের জন্য যে লোকের মন কাঁদে না, সে ঠিকভাবে প্রার্থনাও করতে পারে না।

৫) যারা প্রার্থনা করে, "তোমার রাজ্য আসুক" তাদের অবশ্যই কি করতে প্রস্তুত থাকতে হবে?

... ...
... ...

যীশুর "মহান আদেশ" যদি আমাদের কাছে অর্থহীন মনে হয় তবে আমরা মোটেই ঠিকভাবে প্রার্থনা করতে পারি না। আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আমাদের কাজ, বন্ধু-বান্দব, অথবা এই জীবনের প্রতি ভালবাসা, ইত্যাদি কিছুই যেন এই কাজের বাধা স্বরূপ না হয়ে দাঁড়ায়। যারা প্রার্থনা করে "তোমার রাজ্য আসুক" তাদের সমস্ত পৃথিবীতে সব মানুষের কাছে খ্রীষ্টের সুখবর নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যারা কখনো এই সুখবর শোনে নি, তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্য আসতে পারে না, কারণ শোনার মধ্য দিয়েই বিশ্বাস জন্মে।

ঈশ্বরের রাজ্যের সময়

ঈশ্বরের রাজ্য এখনই আছে। এর সময়ের কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। এর কোন ধরা বাঁধা রীতি-নীতি নেই। অন্য রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে যেমন ভিসা ইত্যাদি দরকার হয়, এই রাজ্যে সে সব নেই। এর কোন জাতীয় পতাকা নেই। এই রাজ্য বিশ্বাসীদের অন্তরে। ঈশ্বর বিশ্বাসীর হৃদয় সিংহাসনে বসে সেখান থেকেই তাঁর রাজ্য শাসন করেন! আপনাদের মধ্যেই তো ঈশ্বরের রাজ্য আছে "(লুক ১৭ : ২১ পদ)।" যীশু বললেন, "আমার রাজ্য এই জগতের নয়" (যোহন ১৮ : ৩৬ পদ) অন্য কথায় ঈশ্বরের রাজ্য জগতের অন্য কোন রাজ্যের মত নয়। তাঁর রাজ্য আত্মিক রাজ্য। "ঈশ্বরের রাজ্য আসবার সময় কোন চিহ্ন দেখা যায় না" (লুক ১৭ : ২০ পদ) ঠিকই! এটি বিশ্বাসীদের অন্তরে থাকে বলেই দেখা যায় না। এর নাগরিকদের জীবন ও কাজের মধ্য দিয়েই এই রাজ্য দেখা যায়। নীচের পদটি আমাদের তাই বলে, "ঈশ্বরের রাজ্যে খাওয়া দাওয়া বড় কথা নয়, বড় কথা হল, পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে সৎ পথে চলা আর শান্তি ও আনন্দ" (রোমীয় ১৪ : ১৭ পদ)। এখানে পুরানো অনুবাদে আছে, "ঈশ্বরের রাজ্য ভোজন পান নয়, কিন্তু ধার্মিকতা, শান্তি, এবং পবিত্র আত্মাতে আনন্দ।"

৬) বা পাশে দেওয়া বাইবেলের উক্তিগুলির সংগে সংগে ডান পাশের পদ সংখ্যাগুলির মিল দেখান।

ক) "আপনাদের মধ্যেই তো ঈশ্বরের রাজ্য আছে"।

১) যোহন ১৮ : ৩৬ পদ।

খ) "আমার রাজ্য এই জগতের নয়"।

২) লূক ১৭ : ২০ পদ।

গ) "ঈশ্বরের রাজ্য আসবার সময় কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

৩) লূক ১৭ : ২১ পদ।

ঈশ্বরের রাজ্য যদি আমার মধ্যে থাকে তবে সেই রাজ্যের প্রমাণও দেখা যাবে। আমরা যদি অন্য সব কিছুর চাইতে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য বেশী চেষ্টা করি, তবে আমাদের বাড়ীতে, আমাদের কাজের জায়গায়, আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে তা দেখা যাবে। এই সমস্ত জায়গায় আমরা নিজেরা রাজা হব না ঈশ্বরই রাজা হবেন। ঈশ্বরের ইচ্ছার চাইতে নিজেদের ইচ্ছাকে বড় করে দেখার জন্যই আমরা বাড়ীতে, কাজের জায়গায়, ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়ি। যখনই আমরা আমাদের জীবনে আর সব কিছুর চাইতে ঈশ্বরের রাজ্যকেই বড় করে দেখি তখন আমাদের বেশীর ভাগ সমস্যাই মিটে যায়। আমাদের বাড়ী তখন একটা সুখের স্থান হয়। আমাদের কাজ সন্তোষজনক হয়। স্বার্থপরতা আমাদের জীবন থেকে চলে যায় বলে, বন্ধু-বান্ধবরাও সহজে আমাদের সংগে বাস করতে পারে। আমরা যদি আর সব কিছুর চাইতে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য বেশী চেষ্টা করি, তবে অন্যান্য সমস্ত জিনিষও আমাদের দেওয়া হবে—(মথি ৬ : ৩৩ পদ),—যীশুর এই কথার মধ্যে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই আমরা দেখব না।

৭) ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের অন্তরে থাকলে, কোন তিনটি জায়গায় এর প্রমান দেখা যাবে বলুন।

... ...

আমরা ঈশ্বরের রাজ্য আসার অপেক্ষা করছি। এই রাজ্য "এখন" আছে, কিন্তু তবুও আমরা "আসার অপেক্ষা করি"। আমরা

প্রার্থনা করি "তোমার রাজ্য আসুক"। আমরা সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করি যখন যা কিছু মরণশীল তা এমন ভাবে বদলে যাবে, যেন তা অমর হয়ে থাকে। (১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৫৩ পদ) উপাসনার মধ্যে একটা বড় আনন্দের বিষয় হোল, যীশু আসলে যা যা হবে সেগুলি বলা এবং তা নিয়ে আনন্দ গান করা। ১ থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৩-১৮ পদে প্রভু যীশুর ফিরে আসার কথা বলা হয়েছে। এখানে সব শেষে বলা হয়েছে, "সেই সব কথা বলে একে অন্যকে সান্তনা দাও"। উপাসনা হোল ভবিষ্যত সম্পর্কে আমাদের আশার আকাংখার কথা প্রকাশ করা। এ হচ্ছে আমাদের অন্তরে যে রাজ্য আছে সে সম্পর্কে ঈশ্বরকে বলা, এবং যে রাজ্য আমরা দেখার অপেক্ষা করছি, তার কিছু আনন্দ তাঁকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে দেওয়া।

৮) ১ থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৩-১৮ পদ আমাদের বলে যে—

ক) খ্রীষ্টের ফিরে আসার সময় যারা জীবিত থাকবে শুধু তারাই স্বর্গে যাবে।

খ) খ্রীষ্টে বিশ্বাসী মৃতরা প্রথমে জীবিত হয়ে উঠবে।

গ) স্বর্গদূতরা নেমে এসে বিশ্বাসীদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন।

ঈশ্বরের রাজ্যের বিস্তার

লক্ষ্য—২ ঃ যীশুর মহান আদেশটি পালন করবার জন্য একজন বিশ্বাসীকে যে চারটি বিষয় করতে হবে, সেগুলি লিখতে পারা।

প্রার্থনা এবং উপাসনা করতে আমাদের খুবই ভাল লাগে। কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা বা ইচ্ছা পুরোপুরিভাবে জেনে নিয়েই এইগুলি করতে হবে। আগামী পাঠে আমরা এ বিষয়ে আরো আলোচনা করবো। কিন্তু আমরা এই পাঠে ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধি আলোচনা করছি বলে এখানেও এ বিষয় কিছু বলা দরকার।

যীশু বলেছেন তিনি তার মণ্ডলী গড়বেন। যে লোকেরা যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস করে, তাদের নিয়েই খ্রীষ্টের "মণ্ডলী"। যেখানে বিশ্বাসীরা

আছে সেখানেই খ্রীষ্টের মণ্ডলী আছে। মণ্ডলীর সদস্যরা ঈশ্বরের রাজ্যের নাগরিক। তাই খ্রীষ্ট যখনই তাঁর মণ্ডলী গড়েন, তখন তিনি তাঁর রাজ্যই গড়েন। এটিই ঈশ্বরের আসল পরিকল্পনা বা কাজ এই বিষয় নিয়েই আমাদের প্রার্থনা করতে হবে।

মণ্ডলী দুইভাবে বৃদ্ধি পায়। এই দুটি বিষয়েও আমাদের প্রার্থনা করতে হবে।

১) এর সভ্য-সভ্যারা সংখ্যার দিক থেকে বৃদ্ধি পায়।
২) এর সভ্য-সভ্যারা আত্মিক দিক থেকে বা খ্রীষ্টিয় চরিত্রের দিক থেকে বৃদ্ধি পায়।

৯) প্রতিটি সত্য উক্তি চিহ্নিত করুন।

ক) বিশ্বাসীদের দ্বারা "মণ্ডলী" গঠিত হয়।
খ) যত বেশী দালান তৈরী হয় "মণ্ডলীর" সংখ্যাও তত বাড়ে।
গ) বিশ্বাসীরা "মণ্ডলীতে যোগদান করলে ঈশ্বরের রাজ্য গড়ে ওঠে।
ঘ) "মণ্ডলী সব সময় একই রকম থাকে।

মহান আদেশ

এই রাজ্য বিস্তার করবার জন্য যীশু তাঁর শিষ্যদের "আদেশ" দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "এজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যে সব আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও। দেখ, যুগের শেষ পর্যন্ত সব সময় আমিই তোমাদের সংগে সংগে আছি" (মথি ২৮ : ১৯-২০ পদ)।

১০) মথি ২৮ : ১৯-২০ পদে যীশু যে আদেশ দিয়েছেন সেটিকে কি বলা হয়েছে ?... ... ...

... ...

এই আদেশটির চারটি অংশ আছে

১) তাদের কাছে যাও।
২) তাদের শিষ্য কর।
৩) তাদের বাপ্তিস্ম দাও।
৪) তাদের শিক্ষা দাও।

এটা এমন একটা কাজ যা যীশুর ফিরে না আসা পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে ও এজন্য সব সময় প্রার্থনা করতে হবে। আসুন একটি একটি করে আমরা এগুলি আলোচনা করি।

তাদের কাছে যাও

এটি কোন আহবান নয়। এটি বলেনা, "এস", বরং বলে, "যাও"। এটি একটি আদেশ। প্রার্থনার সময় আপনার "আহবান" সম্পর্কে অযথা সময় কাটাবেন না। যীশু তাঁর শিষ্যদের আহবান করেছিলেন আবার তাদের আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ঈশ্বরের আহবান পরিত্রানের জন্য। আমাদের আহবান করা হয়েছে যেন আমরা যীশুখ্রীষ্টের হই। এটাই হোল খ্রীষ্টের সুখবরের "এস"। কিন্তু আদেশটি ভিন্ন। যারা যীশুর ডাক শুনে তাঁর কাছে এসেছে তাদেরই তিনি আদেশ করেছেন। তিনি এদের বলেন, 'যাও'।

মহান আদেশ

"সমস্ত জাতির লোকদের কাছে যাও। যাও, তাদের আমার শিষ্য কর। যাও তাদের বাপ্তিস্ম দাও। যাও, তাদের শিক্ষা দাও। "স্বর্গ থেকে আজ আর কোন রবের জন্য অপেক্ষা করবার আমাদের দরকার নেই। যা বলবার তা বলা হয়ে গেছে। যীশুই তা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "যাও।

(১১) মহান আদেশটির সাথে ঈশ্বরের আহবানের সম্পর্ক ব্যাখা করুন…

… … … … … …

তাদের শিষ্য কর

শিষ্য কর

এটি সুখবর প্রচার করবার আদেশ। যীশুই প্রভু ও ত্রাণকর্তা, লোকদের তা বিশ্বাস করানোর জন্যই আমাদের পাঠানো হয়েছে। আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে সমস্ত জাতির লোকদের শিষ্য করতে। আমরা ভাল যুক্তি দিয়ে কথা বলতে জানি বলে যে লোকেরা বিশ্বাস করে, তা নয়। আমরা ভাল শিক্ষা পেয়েছি বলে যে তারা বিশ্বাস করে, তা-ও নয়। যখন পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্য দিয়ে কথা বলেন কেবল তখনই তারা চেতনা পাবে বা নিজেদের অপরাধী বলে মনে করবে। প্রভু যীশুর ভালবাসা বুঝতে পারলেই তারা মন ফিরাবে ও বিশ্বাস করবে। সুতরাং আমাদের অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে, যেন ঈশ্বর আমাদের মুখে উপযুক্ত বাক্য জুগিয়ে দেন।

১২) শিষ্য করবার আদেশটির মানে কি?... ... ...

তাদের বাপ্তিস্ম দাও

এই আদেশটি দেওয়া হয়েছে যেন যারা বিশ্বাস করে তারা প্রকাশ্যে প্রভুর শিষ্য বলে নিজেদের সমর্পণ করে। আমাদের অন্তরে বিশ্বাস করাটাই যথেষ্ট নয়, মুখে আমাদের স্বীকার করতে হবে, এবং জলের বাপ্তিস্ম নিতে হবে। বাপ্তিস্মের জন্য এই আদেশটি খুবই পরিষ্কার। আমাদের অন্তরে যা ঘটেছে প্রকাশ্যে তার সাক্ষ্য দেওয়াই এই আদেশের লক্ষ্য। এটি আমাদের অন্তরের ঘটনার একটা বাহ্য ছবি।

বাপ্তিস্ম দাও

আমরা যখন খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেছি তখনই আমাদের পূর্বেকার পাপ স্বভাবের মৃত্যু ঘটেছে; জলের মধ্যে ডুবিয়ে বাপ্তিস্ম দানের

ঘটনাটি দর্শকদের কাছে এই কথা শিক্ষা দেয়। বিশ্বাস করে আমরা নূতন মানুষ হয়েছি—আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি; জলের মধ্য থেকে উঠে আসার ঘটনাটি দর্শকের কাছে এই শিক্ষা দেয়। প্রত্যেক বিশ্বাসীকে জলের বাপ্তিস্ম নিতে হবে। এটা একটা আদেশ।

১৩) জলের বাপ্তিস্ম কিসের কথা বলে?… … … ……

… … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

তাদের শিক্ষা দাও

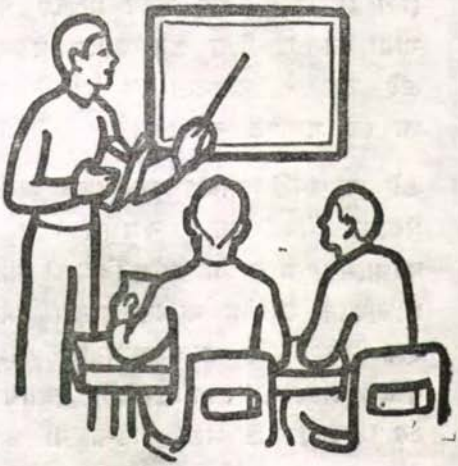

এটা খুবই সুন্দর কাজ। নতুন বিশ্বাসীদের যীশুর মত হতে শিক্ষা দেবার জন্য দরকার অনেক প্রার্থনা ও অনেক অভিজ্ঞতা। আমরা তাদের কি শিক্ষা দেব? কেবল মণ্ডলীর একজন সভ্য হওয়া, মণ্ডলীর রীতি-নীতিগুলি পালন করা, প্রভুর প্রার্থনা করতে শেখা, কিভাবে গান-প্রার্থনা করতে হয় তাই শেখা? না তা নয়। আমরা তাদের যীশুর মত হতে শিক্ষা দেব। নতুন বিশ্বাসীদের এবং পুরানোদেরও ঈশ্বরের ভালবাসার কথা, তাঁর যোগ্য জীবন যাপনের পথ, এবং তাঁর বাক্য শিক্ষা দিতে হবে।

১৪) নতুন বিশ্বাসীদের কি কি শিক্ষা দিতে হবে?

পূর্ণতা লাভ—

ঈশ্বরের মহা পরিকল্পনার কাজ এখনও শেষ হয়নি। আমাদের প্রত্যেককেই একটা কাজ দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনার যে অংশটি আমাদের প্রত্যেককে করতে দেওয়া হয়েছে তা আমরা শেষ করতে পারি।

যীশুকে যে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল তিনি তা শেষ করেছেন। তিনি মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি রোগীদের সুস্থ্য করেছেন। যীশু মানুষকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। যে কাজ করবার জন্য তিনি এসেছিলেন তিনি তা পূর্ণ করেছেন। তিনি মরেছেন, আর মৃত্যু দ্বারা তিনি জগতের পাপ দূর করেছেন। ক্রুশের উপর থেকে চিৎকার করে তিনি বলেছেন "শেষ হয়েছে"? "তাঁর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

যীশু তাঁর শিষ্যদের কাজ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "যাও, শিষ্য কর, বাপ্তিস্ম দাও ও শিক্ষা দাও।" তারা যীশুর আদেশ পালন করেছিল। তাদের কাজের ফলে খ্রীষ্টের সুসমাচার এক দেশ থেকে আরেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। একে একে শিষ্যরা মারা গেল। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই বলতে পেরেছিলেন যে, ঈশ্বরের এই মহা পরিকল্পনার যে অংশটি তাকে করতে দেওয়া হয়েছিল, তা সে সমাপ্ত করেছে।

এই আদেশটি আজও আমাদের জন্য রয়েছে। আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের নিকট থেকে কাজের ভার পেয়েছি। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় আমাদের অংশ বা কাজ কি তা সঠিকভাবে জানবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে প্রার্থনা করতে হবে। আমরা যদি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বাধ্য হয়ে কাজ করি তবে আমরাও আমাদের জীবনের শেষে এই কথা বলতে পারবো, "শেষ হয়েছে। আমি আমার কাজ সমাপ্ত করেছি।"

১৫) প্রত্যেকটি সত্য উক্তির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) আমাদের প্রার্থনা করবার দরকার নাই কারণ যীশু বলেছেন "শেষ হয়েছে"।

খ) শিষ্যরা যীশুর মহান আদেশ পালন করেছিলেন।

গ) যীশু আমাদের প্রত্যেককে একটা নির্দ্দিষ্ট কাজ দিয়েছেন।

ঘ) যীশুকে যে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল তা তিনি শেষ করেছিলেন।

পৌল বলেছেন, "আমার জন্য সৎ জীবনের পুরস্কার তোলা রয়েছে" (২ তীমথিয় ৪ : ৮ পদ)। প্রেরিত পৌল অন্তর দিয়ে প্রার্থনা করেছেন

যীশুকে জানবার ও তাঁর মত হওয়ার জন্য। "আমি খ্রীষ্টকে জানতে চাই এবং যে শক্তির দ্বারা তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছিল সেই শক্তিকে জানতে চাই" (ফিলিপীয় ৩ঃ১০ পদ)। কি সুন্দর লক্ষ্য!

আমাদের এই লক্ষ্য থাকা উচিত। প্রতিদিন আমাদের এই জন্য প্রার্থনা করা উচিত। ব্যক্তিগত এবং মণ্ডলীর সমবেত উপাসনায় এটাই আমাদের লক্ষ হওয়া উচিত। ঈশ্বর আমাদের যে কাজ দিয়েছেন তা তিনি আমাদের মধ্য সমাপ্ত করতে চান। আমরা যদি ইচ্ছুক হই তবেই তিনি তা করতে পারেন। কবে স্বর্গে গিয়ে যীশুর মত হব সেই অপেক্ষায় আমরা যদি ইচ্ছুক হই তবেই তিনি তা করতে পারেন। কবে স্বর্গে গিয়ে যীশুর মত হব সেই অপেক্ষায় আমরা বসে থাকি তা ঈশ্বর চান না। তিনি এখনই আমাদের নূতন করে দিতে চান, আমরা যদি বিশ্বস্তভাবে উপাসনা ও প্রার্থনা করি তবে তিনি তা করবেন।

১৬) ঈশ্বরের পরিকল্পনা পূর্ণ করবার জন্য আমাদের জীবনে কি প্রয়োজন?... ... ...

... ...

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ফিরে আসা এবং জগতের শেষ দিনের কথা চিন্তা করে আমাদের কয়েকটি বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। ১) ফসলের মালিকের কাছে প্রার্থনা করতে হবে যেন তিনি ফসল সংগ্রহের জন্য লোক পাঠিয়ে দেন। (মথি ৯ঃ৩৮ পদ)। ২) আমাদের প্রার্থনা করতে হবে যেন সকল মানুষের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য স্বর্গরাজ্যের সুখবর সারা পৃথিবীতে প্রচারিত হয়, আর তার পরেই শেষ সময় আসবে (মথি ২৪ঃ১৪ পদ)।

৩) যীশু বলেছেন, "সত্যিই, আমি শীঘ্র আসছি।" আমাদের ও প্রার্থনা করতে হবে, "আমেন। প্রভু যীশু এস" (প্রকাশিত ২২ঃ২০ পদ)।

১৭) প্রত্যেকটি সত্য উক্তির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) সমস্ত পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্যের সুখবর প্রচার করবার আগেই যীশু ফিরে আসবেন।

খ) একজন বিশ্বাসী হিসাবে আমরা যীশুর ফিরে আসাকে ভয় করবো।

গ) ফসল সংগ্রহের জন্য লোক দরকার।

ঘ) যীশু আবার আসছেন।

ঈশ্বরের রাজ্যের মহিমা

লক্ষ্য—৩ঃ যীশু স্থানীয় মণ্ডলীগুলিতে আছেন, এই সত্যটিকে প্রকাশিত বাক্য ১ঃ৯-২০ পদের সংগে তুলনা করতে পারা।

খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সভায়

আমরা জানি প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যখন ফিরে আসবেন তখন আমরা তাঁর মহিমা দেখতে পাব। কিন্তু বর্তমানেও বিশ্বাসীরা যে সমস্ত জায়গায় একত্রিত হয় সেখানে আমরা খ্রীষ্টের উপস্থিতি ও তাঁর মহিমা দেখতে পাই। উপাসনার মধ্য দিয়েও আমরা তাঁর মহিমা দেখি।

মণ্ডলীগুলিতে যে খ্রীষ্ট আছেন ঈশ্বর সাধু যোহনকে এ বিষয়ে একটি দর্শন দিয়েছিলেন। প্রকাশিত বাক্য ১ঃ৯-২০ পদে আমরা এই বিবরণ পাই। এখানে যীশুকে "চির-জীবন্ত" রূপে দেখানো হয়েছে, যিনি বাতিদানগুলোর মাঝখানে দাড়িয়ে আছেন। বাতিদানগুলি হোল এশিয়ার সাতটি মণ্ডলী।

মথি ১৮ঃ২০ পদে যীশু যা বলেছেন তা আজও সত্য। তিনি বলেছেন, "যেখানে দুই বা তিনজন আমার নামে একসংগে জড় হয়, সেখানে আমি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকি। আমরা যদি খ্রীষ্টের মহিমা দেখতে চাই তবে তাঁর নামে আমাদের এক সংগে সভায় মিলিত হতে হবে। তিনি আমাদের মাঝে থাকবেন।

১৮) প্রকাশিত বাক্য ১ঃ ৯-২০ পদে যীশুকে কিভাবে দেখানো হয়েছে?... ... ...

... ...

ইব্রীয় ১০ঃ২৫ পদে বলা হয়েছে, "আমরা যেন সভায় একসংগে মিলিত হওয়া বাদ না দিই। আমরা যখন একসংগে সভায় মিলিত হই তখন বিশেষ একটা ঘটনা ঘটে। সেখানে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট আসেন। যারা "গীর্জায় যায় না, তারা একটা বড় সুযোগ হারায়। প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যখন সেখানে আসেন, তখন তারা সেখানে থাকে না। যেখানে বিশ্বাসীরা তাঁর নামে একসংগে সভায় মিলিত হয়, সেখনেই তিনি আছেন। তিনি বাতিদানগুলির মাঝখান দিয়ে ঘোরাফেরা করেন। বাতিদানগুলি হোল সেই বিভিন্ন মণ্ডলী, যেখানে বিশ্বাসীরা একত্রে মিলিত হয়। মিলিত বিশ্বাসীরা সংখ্যায় কম হোক অথবা বেশী হোক তাতে কিছু যায় আসেনা, তারা যদি যীশুর নামে মিলিত হয় তাহলেই তিনি সেখানে তাদের মাঝে থাকেন। এটা উপাসনা ও প্রশংসার একটা অতি সুন্দর দিক ও উচ্ছ্বসিত আনন্দ গানের একটি বিশেষ কারণ। এইভাবে বিশ্বাসীদের সভায় মিলিত হওয়াকে যীশু পছন্দ করেন। তিনি সেখানে তাদের সংগে দেখা করেন।

১৯) বিশ্বাসীরা যখন সভায় মিলিত হয় তখন সেখানে কি ঘটনা ঘটে ?...

... ...

একত্রে মিলিত হওয়ার স্থানে যীশুর আগমন সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি বিষয় জানতে হবে। এশিয়ার প্রত্যেকটি মণ্ডলীকে তিনি তিনটি বিষয় বলেছেন ঃ

১) তিনি বলেছেন, 'আমি আছি"।
২) তিনি বলেছেন, "আমি জানি"।
৩) তিনি বলেছেন, "আমি করবো"।
যিনি বাতিদানগুলির মধ্য দিয়ে ঘোরাফেরা করেন

আমি আছি-সর্বত্র বিরাজমান
আমি জানি-সর্বজ্ঞ
আমি করব-সর্বশক্তিমান

তিনি সমস্ত জায়গায় আছেন (সর্বত্র বিরাজমান)। তিনি সব কিছু জানেন (সর্বজ্ঞ)। আর তিনি যা করতে ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন (সর্বশক্তিমান)।

খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের উপাসনায়

আমরা যখন প্রসংশা গান গাই তখন যীশু সেখানে থাকেন। সকলে যখন সুউচ্চ গলায় গাইতে থাকে তখন সেখানে আমরা প্রভুর আত্মার উপস্থিতি অনুভব করতে পারি। "আমি আত্মা দিয়ে প্রশংসা গান করব, বুদ্ধি দিয়েও প্রশংসা গান করব," (১ করিন্থীয় ১৪ : ১৫ পদ)। আমরা যখন কেবল মাত্র গীর্জায় অথবা উপাসনা সভায় আসি, তখন আমাদের বাড়ী-ঘর, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার ইত্যাদি বিষয়ে নানা চিন্তা থাকে। কিন্তু আমরা যখন প্রশংসা-গান করি তখন আমাদের মন থেকে জগতের চিন্তা দূর হয়ে যায়। আমাদের মনে স্বর্গের শান্তি ও ঈশ্বরের চিন্তা নেমে আসে। আর এর ফলে আমাদের জীবনের কাজগুলি করবার জন্য নুতন শক্তি পাই।

আমরা যখন প্রার্থনা করি তখন যীশু সেখানে থাকেন। "আমি আত্মা দিয়ে প্রার্থনা করব, বুদ্ধি দিয়েও প্রার্থনা করব" (১ করিন্থীয় ১৪ : ১৫)। আমরা যখন প্রার্থনার জন্য যাই ও চার পাশের লোক জনদের কথা ভুলে গিয়ে প্রভু যীশুর সংগে কথা বলি, তখন আমরা তাঁকে আমাদের একেবারে কাছে পাই ও তাঁর কাছ থেকে শক্তি ও আশির্বাদ পাই। আমাদের চার পাশের লোকদের প্রার্থনা করতে শুনে আমাদের হৃদয় প্রশংসায় ভরে ওঠে। আমরা জানি খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের মাঝে ঘোরাফেরা করছেন।

যখন ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা হয় তখন যীশু সেখানে থাকেন। আমরা তাঁর কথা শুনতে পাই। আমরা প্রচারককে দেখি, কিন্তু যীশুর রব শুনি। "যার শুনবার কান আছে সে শুনুক, পবিত্র আত্মা মণ্ডলীগুলোকে কি বলছেন (প্রকাশিত বাক্য ২ : ৭ পদ) প্রচারকদের জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত। তারা ঈশ্বরের বাক্যের সেবাকারী। তাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করব, কারণ তাদের মন এবং মুখের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে কথা বলতে চান।

২০) ১ করিন্থীয় ১৪ : ১৫ পদ আমাদের কি করতে বলে?

... ...

পরীক্ষা—৫

সংক্ষেপে লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন।

১) ঈশ্বরের রাজ্যের দুটি রূপ কি কি?

... ...

২) এমন তিনটি জায়গার নাম বলুন, যেখানে আমাদের অন্তরে যে রাজ্য আছে তার প্রমান দেখা যাবে।

... ...

৩) মথি ১৮ : ২০ পদে যীশুর নামে সভায় মিলিত হওয়ার বিষয়ে আমরা কোন্ মূল্যবান শিক্ষাটি পাই? .....

৪) মণ্ডলী কোন দুটি উপায়ে বৃদ্ধি পায়?

... ...

৫) যীশুর "মহান আদেশের" চারটি অংশ কি কি?

... ...

... ...

৬) ১ থিষলনীকীয় ৪ : ১৮ পদে যীশুর ফিরে আসার বিষয়ে আমাদের যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, এর ফলে আমাদের কি করতে হবে?

... ...

৭) মথি ৯ : ৩৮ পদ আমাদের কাদের জন্য প্রার্থনা করতে বলে?

... ...

৮) মথি ২৪ : ১৪ পদ আমাদের কি জন্য প্রার্থনা করতে বলে?

... ...

৯) আমরা কিভাবে আজ খ্রীষ্টের মহিমা দেখতে পারি?

... ...

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর

ক) সত্য।
খ) সত্য।
গ) সত্য।
ঘ) সত্য।

২) কারণ ঈশ্বরের রাজ্যই হোল ধার্ম্মিকতা, আর এই ধার্ম্মিকতা ঈশ্বরের।

৩) ক) রাজ্যটি যদি লোকদের অন্তরে না থাকে তবে তা টিকে থাকতে পারে না।

৪) ধার্ম্মিকতা, শান্তি, আনন্দ

৫) সুখবর প্রচারের জন্য ঈশ্বর যদি তাদের কোথাও যেতে বলেন তবে সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

৬) ক) ৩) লূক ১৭ ঃ ২১ পদ
খ) ১) যোহন ১৮ ঃ ৩৬ পদ
গ) ২) লূক ১৭ ঃ ২০ পদ

৭) বাড়ীতে, কাজের জায়গায়, বন্ধুদের মধ্যে।

৮) খ) খ্রীষ্টে বিশ্বাসী মৃতরা প্রথমে জীবিত হয়ে উঠবে।

৯) ক) সত্য।
খ) মিথ্যা।
গ) সত্য।
ঘ) মিথ্যা।

১০) মহান আদেশ।

১১) ঈশ্বরের আহ্বান বলে 'এস'। কিন্তু আদেশটি বলে 'যাও'। যীশুর কাছে আসবার জন্য আমাদের আহ্বান করা হয়েছে, যারা এখনো খ্রীষ্টের সুখবর শোনেনি তাদের কাছে তা প্রচার করবার জন্য আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

১২) সুখবর প্রচার করবার দ্বারা মানুষকে খ্রীষ্টে দীক্ষিত করা- তাদের এই কথা বলা যে যীশুই ত্রাণকর্তা।

১৩) আমাদের পুরন পাপ স্বভাবের মৃত্যু হয়েছে, এবং আমরা নতুন মানুষ অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি।

১৪) খ্রীষ্টের প্রেমের কথা, তাঁর জীবন যাপনের পথ এবং তাঁর বাক্য শিক্ষা দিতে হবে।

১৫) ক) মিথ্যা।
খ) সত্য।
গ) সত্য।
ঘ) সত্য।

১৬) যীশু খ্রীষ্টকে জানা ও তাঁর মত হওয়া।

১৭) ক) মিথ্যা।
খ) মিথ্যা।
গ) সত্য।
ঘ) সত্য।

১৮) 'চির-জীবন্ত' ভাবে।

১৯) সেখানে তাদের মাঝে প্রভু যীশু আসেন।

২০) আত্মাতে প্রশংসা-গান করতে।
আত্মাতে প্রার্থনা করতে।
বুদ্ধিতে প্রশংসা গান করতে।
বুদ্ধিতে প্রার্থনা করতে।